সমৃদ্ধ ব্যানবেইস গ্রন্থাগার

• ইদ্রিসুর রহমান

নিরিবিলি পরিবেশে পড়ালেখা করতে যেতে পারেন বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) লাইব্রেরিতে। এটি একটি বিশেষ শিক্ষা ও গবেষণাধর্মী লাইব্রেরি। তবে এখানে পাঠ্যবইসহ সব ধরনের বই আছে। পলাশীর মোড় থেকে সোনারগাঁও রোড দিয়ে নীলক্ষেতের দিকে কিছুদূর গেলে হাতের বাম পাশে রয়েছে ব্যানবেইস ভবন। এর নিচতলায় রয়েছে সমৃদ্ধ ব্যানবেইস গ্রন্থাগার।

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যানবেইসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গবেষণা ও পরিসংখ্যানমূলক কাজে সহযোগিতার জন্য একই সঙ্গে লাইব্রেরিও চালু হয়। পরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে লাইব্রেরিতে মোট বইয়ের সংখ্যা ২২ হাজার এবং ডকুমেন্টের সংখ্যা ২ হাজার। বিভিন্ন ধরনের সাময়িকীর সংখ্যা প্রায় আড়াইশ'র মতো।

কারা পড়তে পারবে : ব্যানবেইস লাইব্রেরিতে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কেউ লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবে। শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, লেখক, পরিবেশবিদ, প্রশাসনবিদ প্রভৃতি ক্যাটাগরির ব্যক্তিরা ব্যানবেইস লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে লাইব্রেরিতে পড়াশোনার সুযোগ পায়। অনেক ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র না থাকলে চলে। এখান থেকে বই ইস্যু করে বাসায় নেওয়ার সুযোগ নেই। শুধু ব্যানবেইস কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বই বাসায় নিতে পারেন।

কি কি বই আছে : ব্যানবেইস একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। এখানে রয়েছে ইনসি বিটিনিকা, ইনসি অব লাইব্রেরি ইনফরমেশন সাইন্স, ডি ওয়ার্ল্ড লিডার, প্রজেক্ট, পাস্ট এন্ড ফিউচার (এই বইটি থেকে বিশ্বের বর্তমান লিডার অতীতের যারা লিডার ছিলেন এবং ভবিষ্যতে লিডারদের সম্পর্কে যানা যাবে), দি ওয়ার্ল্ড ইভেন্ট (এই বইটিতে বিশ্বের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ আছে)। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা বিষয়ক পরিসংখ্যান, সব শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল, শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক বই, স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষা, শিক্ষা বাজেট, শিক্ষা কমিশন, রিপোর্ট, দেশ-বিদেশে প্রকাশিত শিক্ষা জার্নাল, শিক্ষাবিষয়ক সব প্রবন্ধ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক রিপোর্ট, শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষা খাতে ব্যয় পরিসংখ্যান, ১৯৭৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সব রিপোর্ট, ওয়ার্ল্ড লারনিং, ওয়েবস্টার ও অক্সফোর্ড ডিকশনারি, বেঙ্গল এডুকেশন কোড, কলকাতা ইউনিভার্সিটি রিপোর্ট, ডেলা গেজেট ইয়ারসহ ইন্টার থেকে মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট সংরক্ষণ করা হয়। রিপোর্টগুলো প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলাদাভাবে সাজানো আছে। প্রয়োজনে এগুলো ফটোকপি করার ব্যবস্থা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ব্যানবেইস লাইব্রেরি বেশি ব্যবহার করে। পিএইচডি, এমফিলসহ যে কোনো গবেষণার জন্য প্রচুর রেফারেন্স বই এবং ডকুমেন্টস আছে। লাইব্রেরিয়ান ফরিদা ইয়াসমিন জানান, পড়ালেখা ও গবেষণার জন্য নিরিবিলি পরিবেশ হওয়ার কারণে অনেকেই ব্যানবেইস লাইব্রেরিকে বেছে নেয়। আমরাও পাঠকদের আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করি। সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত পাঠকদের জন্য লাইব্রেরি খোলা থাকে।

যোগাযোগ : ব্যানবেইস, ১নং সোনারগাঁও রোড, পলাশী, ঢাকা।
ফোন : ৮৬৩৪২৬।

ইউনেস্কো লাইব্রেরি : ব্যানবেইস ভবনের চতুর্থতলায় অবস্থিত ইউনেস্কো লাইব্রেরি সবার জন্য উন্মুক্ত। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই লাইব্রেরিতে রয়েছে ইউনেস্কোর যাবতীয় প্রকাশনা সামগ্রী। শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, কমিউনিকেশন, প্রকৃতি বিজ্ঞান, শান্তি, মানবাধিকার, যোগাযোগ, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রায় ১০ হাজার বই আছে। সব বই ইংরেজি ভাষায়। খোলা থাকে সকাল ৯টা থেকে বিকা ৫টা পর্যন্ত।